যুগান্তর

তারিখ : 13 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শীর্ষ পদে পালাবদলের হাওয়া

কে হচ্ছেন ঢাবির পরবর্তী উপাচার্য?

মুশতাক আহমদ

কে হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য— অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের অব্যাহতি চাওয়ার পর এখন জোরেশোরে আলোচনায় এসেছে এ বিষয়টি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলের পরপরই অতীতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ পদে পালাবদল হয়েছে। যে কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের জয়লাভের পর থেকেই একপ্রকার সবকিছু গুছিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন। কিন্তু এবার এ পর্যন্ত আগের ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পরিস্থিতি বিরাজ হাওয়া : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৩

হাওয়া : বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করছে। তারপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উদ্যোগী হয়ে রোববার শিক্ষা সচিবের মাধ্যমে চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্যসহ রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্তারা বর্তমানে শুধু রুটিন দায়িত্ব পালন করছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েজ রোববার অব্যাহতি চেয়ে পত্র পাঠালেও তিনি মূলত বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকেই অব্যাহতি চাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন সরকারি সিদ্ধান্তের। এ অবস্থার মধ্যেই রোববার ছাত্রদল তার পদত্যাগে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিলে বিকালেই অব্যাহতিপত্র পাঠান মন্ত্রণালয়ে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কে উপাচার্য হতে পারেন, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। এক্ষেত্রে কয়েকজনের নামও আলোচিত হচ্ছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও পালাবদলের জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকে।

ঢাকার ভেতরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। যে কারণে তারা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে অনেকটা 'নো টেনশনে' রয়েছেন। এদের অনেকেরই ধারণা, তাদের হয়তো পালাবদলের ধাক্কায় পড়তে হবে না। তবে ঢাকার উপকণ্ঠে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ধর্মঘটে বর্তমানে কয়েকমাস ধরে যে অচলাবস্থা চলছে, তাতে নতুন ক্যারিশমাটিক উপাচার্য ছাড়া হয়তো তা দূর হবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের দুটি অংশের মধ্যে একটির সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলছেন বলে জানা যায়।

ঢাকার বাইরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে মামনুনুল কেরামত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও জোট সরকারের আমলে উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বর্তমানে রুটিনওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের একটি অংশ তাকে সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন বলে জানা যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বদিউল আলমও বিগত জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়-অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিগত প্রশাসন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তও করেছে। সূত্র জানায়, উপাচার্য বর্তমানে শুধু রুটিনওয়ার্ক করছেন। গত ৩১ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির এক সভা থেকে উপাচার্যকে সব ধরনের নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছিল।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিগত ঈদের পর একদিনের জন্যও ক্যাম্পাসে যাননি। তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন। অথচ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে হলদখল নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো মুখোমুখি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি এক প্রকার অভিভাবকহীন চলছে বলে সূত্রগুলো জানায়।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অবশ্য একটু ব্যতিক্রম। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম জোট সরকারের শেষদিন ২৮ অক্টোবর যোগদান করেন। বিগত দুই বছর ভালোভাবে চালালেও তার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির লালনের অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে তিনিও বর্তমানে শুধু রুটিনওয়ার্ক নিয়ে আছেন।

সবচেয়ে বেশি অচলাবস্থা বিরাজ করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কয়েক মাস আগে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টরা অযোগ্যতার অভিযোগ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দু'গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান করলেও তিনি তা নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি। বিগত আমলের এক উপ-উপাচার্যের মদদপুষ্ট দুর্নীতিবাজরা গুরুত্বপূর্ণ পদে এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে।

এভাবেই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজ করছে এক ধরনের স্থবিরতা। কর্তাব্যক্তিরা অপেক্ষা করছেন পালাবদলের। সংশ্লিষ্টরা জানান, আগের রীতি অনুযায়ী অনেকেরই ধারণা ছিল, সরকারি উদ্যোগে হয়তো শীর্ষ পদে পালাবদল ঘটবে। সেজন্য দায়িত্ব পেতে ইচ্ছুকরা বিভিন্নভাবে লবিং-তদবিরও শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দায়িত্ব পালনে দৃঢ় অবস্থান এবং সৎ ও স্বচ্ছতার কারণে অনেকেই স্তিমিত হয়ে গেছেন। আর এ অবস্থায় একদিকে যেমন সাবেক আমলে নিযুক্তরা স্বস্তি পাচ্ছেন না, অন্যদিকে নতুনরাও পদে আসীন না হওয়ার কারণে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমেই বিরাজ করছে স্থবিরতা। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান ও পদপ্রত্যাশী শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলাপে জানা গেছে, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাবদলের দিকে চেয়ে আছেন। তাদের ধারণা, সূচনাটা এখান থেকেই হবে। এরপরই তারা লবিং-তদবিরে নেমে পড়বেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সোমবার বিকালে অফিস সময়ের শেষদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অব্যাহতি চাওয়া পত্র। সোমবার খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাষ্ট্রপতির দফতরে সেটি পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তবে নতুন একটি প্যানেল বা প্রস্তাবনার জন্য সামান্য বিলম্ব হচ্ছে। একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, উপ-উপাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হবে, না নতুন কাউকেই সাময়িক দায়িত্ব দেয়া হবে— তা সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বিষয়টি নিয়ে 'ধীরে চল নীতি' অনুসৃত হচ্ছে বলে ওই সূত্র জানায়। তবে আজকালের মধ্যেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে সূত্রটি নিশ্চিত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার দৌড়ে যারা এগিয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে কলা অনুষদে বারবার নির্বাচিত সাবেক অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর রশিদ, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক একেএম নূরউন নবী। এছাড়া সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর নামও বলছেন অনেকে। তবে এদের মধ্যে কট্টর দলবাজ হিসেবে ইমেজ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা সরকারের শীর্ষপর্যায়ে রয়েছে বলে জানা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, সরকার চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনভাবেই ভুল বা সচেতনভাবে 'স্যাবোটাজ' হবে না। সে কারণে এ ধরনের কার্যক্রমে ইন্ধন বা মদদ দিতে পারেন এমন ব্যক্তিবর্গের জন্য সুখবর নেই বলে ওই সূত্র জানায়।